মুজিবনগরে লকডাউন কার্যকারিতায় মাঠে রয়েছে পুলিশ

মুজিবনগরে লক ডাউন কার্যকর করতে মাঠে রয়েছে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টীম। বৃহস্প্রতিবার লকডাউন ঘোষনার ২য় দিন সকাল থেকে মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাশেম ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শরিফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে অবস্থান করতে দেখা যায় । এসময় পথচারীসহ বিভিন্ন ব্যাবসায়ীদের লকডাউন মেনে চলার পরামর্শ দেন। মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার সহ আসপাশের হাটবাজারেও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রচারাভিযান চালায় পুলিশ। লকডাউনের ১ম দিনের মত ২য় দিনেও সকাল থেকেই কেদারগন্জ বাজারের নিত্যপ্রয়োজীয় জিনিসের দোকান,ফার্মেসী ব্যতিত বন্ধ ছিল অন্য সকল দোকান পাঠ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম বলেন,জীবন থাকলেই জীবিকা। করোনার মহামারিতে আপনি ও আপনার পরিবার আক্রান্ত হলে পরিবারের কি হবে তা বিবেচনা করে চলাফেরা করবেন। আপনি সুরক্ষিত থেকে আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবেন ।
লকডাউনের বিষয়ে তিনি বলেন,শুধুমাত্র কেদারগন্জ বাজারেই নয় লকডাউনের কার্যকারিতা নিয়ে গ্রামাঞ্চলেও ছুটছে পুলিশ।
সকল ধরনের যানবাহন বদ্ধ লক্ষ্য করা গেছে।
আগামী দিনগুলি লকডাউনের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি।
এ সময় শুধু পুলিশই নয় লকডাউনের কার্যকারিতায় সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তিনি।

গাংনীতে লকডাউন বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছেন এমপি

সাহিদুজ্জামান

আমরা মুসলিম, রমজান মাস আমাদের উৎসবের মাস। আমরা বাঙ্গালী ,বৈশাখ আমাদের উৎসব। কিন্তু সর্বনাশা করোনা ভাইরাস সব উৎসবের আমেজ মলিন করেছে। সারা বিশ্বের ন্যায় করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে মারাত্নক আঘাত হেনেছে। মৃত্যুর মিছিলের পরিধি কমাতে সরকার দ্বিতীয় বারের জন্য কঠোর লক ডাউনের ঘোষনা করেছেনে। আজ বুধবার লকডাউনের প্রথাম দিন। এই দেশ আমার ,এই শরীর আমার, এই পরিবার আমার। আমার পরিবার ও পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলার দায়িত্ব নাগরিক হিসেবে সব দায়িত্ব আপনার। আপনি,আমি নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য পরিবারের জন্য গুরুত্বপুর্ন ও মুল্যবান একজন ব্যক্তি। আপনি হারালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে আপনার পরিবার, ক্ষতিগ্রস্থ হবে আমার দেশ। আপনার দ্বারা প্রতিমুহুর্ত আপনার মেধা,আপনার বুদ্ধি,আপনার পরামর্শ,আপনার শ্রম দেশকে সমৃদ্ধ করছে । মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন সাংবাদিকদের সামনে এসব কথা বলেন। বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন এমপি। দেশবাসীসহ গাংনী উপজেলা সকল মানুষকে সরকারের বিধি নিষেধ মেনে লকডাউন বাস্তবায়ন করার আহবান করেন মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি বলেন, লকডাউনে যে সকল শ্রমজীবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে সরকারী ভাবে তাদের সাহায্য সহযোগীতা করা হবে। সরকারের এই মানুষ বাঁচাও সিদ্ধান্তকে জনগন পুর্ণ সমর্থন দিয়ে মেহেরপুর জেলার মানুষ ঘরে বসে আছে। অন্যহীণ মানুষকে আমরা অন্য তুলে দিতে চাই। গত লকডাউনে সরকারি ভাবে দেশের সকল মানুষকে খাবার দিয়ে সহযোগীতা করেছি। একটি মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়নি বলেও জানান এমপি। বুধবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশের সাথে গাংনী বাজারে অবস্থান করেন এবং আগামী দিনেও যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেতাকর্মী নিয়ে সকলের পাশে থাকার প্রত্যয়ব্যক্ত করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন । ১৪ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন মেনে চলার আহবান করেন তিনি।

গাংনীতে লকডাউন কার্যকারিতায় মাঠে রয়েছে পুলিশ

গাংনীতে লক ডাউন কার্যকর করতে মাঠে রয়েছে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম। বুধবার সকাল থেকে গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান ও তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী বাজার বাস ষ্ট্যান্ডে অবস্থান করেন। এসময় পথচারীসহ বিভিন্ন ব্যাবসায়ীদের লকডাউন মেনে চলার পরামর্শদেন। গাংনী উপজেলার বামুন্দি বাজার সহ আসপাশের হাটবাজারেও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রচারাভিযান চালায় পুলিশ। লকডাউনের প্রথম দিন সকাল থেকেই গাংনী বাজারের নিত্যপ্রয়োজীয় জিনিসের দোকান,ফার্মেসী ব্যতিত বন্ধ ছিল। গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম বলেন, শুধুমাত্র গাংনী বাজারেই নয় আগামীকাল থেকে গ্রামাঞ্চলেও লকডাউনের কার্যকারিতা নিয়ে কঠোর হবে পুলিশ।
সকল ধরনের যানবাহন বদ্ধ লক্ষ্য করা গেছে। আগামী দিনগুলি লকডাউনের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন তদন্ত ওসি সাজেদুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বলেন, জীবন থাকলেই জীবিকা। করোনার মহামারিতে আপনি ও আনার পরিবার আক্রান্ত হলে পরিবারের কি হবে তা বিবেচনা করে চলাফেরা করবেন। আপনি সুরক্ষিত থেকে আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবেন । শুধু পুলিশই নয় লকডাউনের কার্যকারিতা সকলের সহয়োগীতা কামনা করেন তিনি।
১৪ এপ্রিল সকাল থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষনা করে সরকার। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য বারের ছাড়াও এবার কঠোর হতে নির্দেশনা দেয়া হয়। করোনা পরিস্থিতি নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান ও ফার্মেসী ব্যতীত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে এবার লকডাউন ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুরে কঠোর লকডাউন

মেহেরপুর জেলায় কঠোর লকডাউন চলছে। যানবাহন, দোকানপাট, সরকারি ও

বেসরকারি অফিসের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করছে জেলা পুলিশের বিভিন্ন দল।
গেল কয়েকদিন ঢিলেঢালা লকডাউনে জেলায় বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও অন্য সব কিছুই ছিল স্বাভাবিক। সর্বাত্মক লকাডাউন ঘোষণার পর আজ সকাল থেকে পাল্টে গেছে সে চিত্র। মেহেরপুর জেলা শহর, উপজেলা শহর, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থানগুলোতে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। মূলত পুলিশের তৎপরতার ফলেই সর্বাত্মক লকডাউন পালন হচ্ছে মেহেরপুর জেলায়।
শহর ও গ্রামের বাজারগুলোতে নিত্যপণ্য, কাঁচা পণ্য ছাড়া অন্য কোন দোকানপাট খোলা হয়নি। সড়কগুলোতে জরুরী প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষের বাহন হিসেবে পাখিভ্যান এবং পণ্য বহনের যানবাহন ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলাচল করছে না। সরকারি বেসরকারি অফিস বন্ধ রয়েছে। নিত্যপণ্যের দোকান ও কিছু হোটেল খোলা থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম।
মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলি বলেন, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে আইজিপি মহোদায় আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। লকডাউন বাস্তবায়নে আগামি ২১ এপ্রিল পর্যন্ত মাঠে কঠোর অবস্থানে থাকবে পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে জেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে মেহেরপুর জেলার ৪৯ জন কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়।
জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থাকে স্প্রে মেশিন বিতরণ করেন।
এসময় জেলা পরিষদের প্রকৌশলী সুবল কুমার, জেলা পরিষদের সদস্য খাজা মইনুদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর সড়কের সেই ঝুঁকিপূর্ণ গাছ নিলামে বিক্রি

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের বিভিন্ন এলাকাতে ঝুঁকিপূর্ণ ৪টি গাছ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল আলম গাছ ক্রয়কারী আব্দুল লতিফ এর কাছে ৪টি গাছ বুঝিয়ে দেন। ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৫’শ টাকায় আব্দুল লতিফ ৪টি গাছ ক্রয় করেন।

আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে ওই গাছগুলো কেটে ফেলা নির্দেশনা দেয়া হয়।
জানা গেছে, মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের মোনাখালী বাজারের কাছে একটি দারিয়াপুর মুজিবনগর সরকারীর ডিগ্রী কলেজের দুই ফটকের পাশে দুটি এবং কালিতলা মোড়ে একটি সহ মোট চারটি গাছ যানসহ জনজীবন চলাচলের ঝুঁকি বহন করছিল। এলাকাবাসী ওই গাছগুলো কেটে ফেলার জন্য বিভিন্ন সময়ে আবেদন জানিয়েছিল।
মেহেরপুর জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে সরকারি নির্দেশনা মেনে মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের যানবাহন চলাচলের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিলামের মাধ্যমে ওই ৪টি গাছ বিক্রয় করা হয়।
এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন সড়ক যেন মরণফাঁদ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল।

মেহেরপুরে মাদক সেবনের দায়ে এক ব্যক্তির কারাদণ্ড

মাদক সেবনের দায়ে সাইদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ৫’শ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা

প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে সাইদুল ইসলাম কে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ৫’শ টাকা অর্থদণ্ড আদেশ দেওয়া হয়।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
সাইদুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের হঠাৎ পাড়ার নূর হোসেনের ছেলে। এসময় মাদক সেবনের দায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ সারনীর ১৬ ধারায় তাকে এ সাজা দেওয়া হয়।
এর আগে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর শহরের হঠাৎপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওই সময় তার কাছ থেকে এক গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর সদস্যরা তাকে গ্রেফতার করেন। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

মেহেরপুর পুলিশের জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা ও মাস্ক বিতরণ

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর পুলিশের উদ্যোগে জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালানো ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।
মেহেরপুর পুলিশের সদস্যরা মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকা থেকে শুরু করে কলেজ মোড়, বড়বাজার এলাকাসহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালায়। এসময় মাস্ক বিহীন বাইরে না আসার আহ্বান জানানো হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

সমাজসেবা অফিসের কারিগরি প্রশিক্ষক আছিয়া বেগম তাদের সাথে খারাপ অচরণ করেন। পরে অনেকেই দিশেহারা হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন বিধবা ভাতা ভোগী জানান, আমাদের বাড়িতে খাবার নেই। রমজান শুরু হয়েছে। সাথে এক সমপ্তাহের লকডাউন। ভাতার টাকা তুলে হাট বাজার করতাম। কিন্তু তা হলোনা। কি খেয়ে রোজা থাকবো তা জানিনা।
অন্য এক ভাতাভোগী জানান, আজকে টাকা নিয়ে ওষুধ কিনতাম। প্রতিদিন অষুধ লাগে কিন্তু আজ তা হবেনা। কবে অনলাইন করবো আর কবে টাকা পাবো তা জানিনা। সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যদের বললে তারাও দায়িত্ব নিতে চাইছেনা।
সাহারবাটি ইউনিয়নের এক ভাতাভোগী জানান, সাহারবাটি ইউনিয়নে নিযুক্ত ইউডিসি অনেক বই হারিয়ে ফেলে বিদেশ চলে গেছে। এখানে বর্তমানে ইউডিসি শূন্য থাকায় এমআইএস করা হচ্ছেনা। উপজেলা সমাজ সেবা অফিস থেকেও কোনো সহায়তা করা হয়নি। ফলে আমাদের টাকা এখন অনিশ্চিত। আমাদের নাম আপনারা সংবাদে লিখে দিলে আমাদের আর টাকা পেতে সহায়তা করবেনা সমাজসেবা অফিসের আছিয়া বেগম।
এমআইএস কাজে নিয়োজিত কারিগরি প্রশিক্ষক আছিয়া খাতুন অনেক ভাতা ভোগীর বই আটকিয়ে অর্থবানিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। যাদের সাথে কৌশলে টাকা নিতে পেরেছেন তাদের বই কেবলমাত্র এমআইএস অর্ন্তভুক্তি হয়েছে বাকীরা হয়েছে বঞ্চিত।
এবিষয়ে আছিয়া বেগম জানান, আমি বয়স্ক মানুষ এই অফিসে ২০ বছর চাকরি করছি। দু’বার বদলি হয়েছি কিন্তু সেখানে যোগদান করিনি। তদবীর করে গাংনীতেই রয়েগেছি। কারো কাছ থেকে আমি টাকা চাইনি। তবে আমি অসুস্থ হওয়ায় সব কাজ করতে পারিনি।
গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা কাজি মুনসুর জানান, এমআইএস করার দায়িত্ব সরকারি ভাবে আমাদের। তবে কাজ দ্রত শেষ করে ভাতাভোগীদের কাছে ভাতার টাকা পৌঁছে দেবার জন্য ইউনিয়নের উইডিসিদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অনেকেই সে দায়িত্ব অবহেলা করেছে। যার ফলে আজ টাকা পাইনি অনেকেই। তবে যারা টাকা পায়নি তারা অফিসে যোগাযোগ করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

‘চুলের ক্যাপ’এ কর্মসংস্থান নারীদের

শাকিল রেজা, মুজিবনগর
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে গড়ে উঠেছে পরচুল বা ‘হেয়ার ক্যাপ’ তৈরির কারখানা। এসকল কারখানায় কাজ করছেন শতাধিক দরিদ্র নারী ও স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। নতুন এ কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে নারীদের।
টাক মাথার জন্য ব্যবহার করা এসব পরচুল তৈরি করে প্রতি মাসে ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা আয় করছেন তাঁরা। ফলে নিজেদের লেখাপড়াসহ সংসারের খরচে ভূমিকা রাখছে তাদের এ আয়।
সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, মুজিবনগর উপজেলায় প্রায় ৮-১০ টি রয়েছে হেয়ার ক্যাপ’ তৈরির কারখানা। সেগুলো থেকে কয়েক শত নারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। তাদের হাতের কারিশমায় তৈরি ‘হেয়ার ক্যাপ’ চীনসহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।
প্রায় ২ মাস আগে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবরপাড়া গ্রামের দিলিপ মল্লিক, সোনাপুর গ্রামের সোহরাব হোসেনসহ কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে গড়ে ওঠে পরচুল ‘হেয়ার ক্যাপ’ তৈরির কারখানা। সেখানেই এলাকার শত শত বেকার শিক্ষিত নারীরা খুঁজে পায় বাড়তি আয়সহ নতুন কর্মসংস্থানের। তবে করোনা ভাইরাসের কারনে অনেকটা স্থবির হয়ে পরেছে এই শিল্পের কাজ।
করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এখন সিমিত আকারে হেয়ার ক্যাপ তৈরির প্রশিক্ষণ চলছে। তাদের তৈরি করা হেয়ার ক্যাপ ঢাকার উত্তরার কিছু প্রতিষ্ঠান কারখানা থেকে কিনে নিয়ে যান। পরে তারা চিনসহ যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন। স্থানীয়রা জানান, এখানে এমন একটি কারখানা হাওয়াই আমাদের গ্রামের অনেক গরিব পরিবারের মেয়েরা এখানে কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে।এমনকি যারা লেখাপড়া করে তারাও এখানে কাজ করে তাদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে।
পরচুল ’হেয়ার ক্যাপ’ তৈরি কারখানায় কাজ করেন মুক্তা খাঁন। তিনি জানান, আমরা যারা মেয়েরা আছি যে কোন জিনিস কেনার জন্য কিংবা স্বামির কাছে হাত পাততে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে কারখানা হওয়ায় আমরা এখানে কাজ করে নিজেরা আয় করতে পারছি। আর বাবা কিংবা স্বামির কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। যা রোজগার করছি তাই দিয়ে নিজেদের খরচ

করেও সংসারের কাজে টাকা ব্যায় করতে পারছি।
কলেজ শিক্ষার্থী দৃষ্টি মল্লিক ও ফারজানা খাতুন জানান, করোনার কারণে আমাদের কলেজ বন্ধ। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি, কোনো কাজ থাকে না। তাই অবসর সময়ে আমরা এই কাজ করি। চুল দিয়ে একটি ক্যাপ তৈরি করতে পারলে আমরা ৫ শত থেকে ১হাজার টাকা পর্যন্ত পাই। একটি ক্যাপ তৈরি করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে। এতে আমাদের যা ইনকাম হয় তাই দিয়ে আমাদের নিজেদের খরচ উঠে যায়। এখন বাসায় আর কারো কাছে টাকার জন্য আর হাত পাততে হয় না।
স্বামী পরিত্যক্তা ববিতা খাতুন জানান, পারিবারিক সমস্যার কারণে আমার ও আমার স্বামীর মাঝে ডিভোর্স হয়ে যায়। তারপর আমি আমার বাবার বাসায় চলে আসি। আমার বাবা একজন দিনমজুর। তিনি ঠিকমতো কাজ কাম করতে পারেন না। তিনি যা ইনকাম করেন, তাই দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। আমার দুইটা ছোট ভাই রয়েছে, তারা কেউ কাজ করার মতো না।তাই বাধ্য হয়ে আমি এই কাজটা করে পরিবারের হাল ধরেছি। এখান থেকে আমার যা আয় রোজগার হয় তাই দিয়ে আমার বাবাকে সহযোগিতা করি।
ভবরপাড়া গ্রামের ইউপি সদস্য দিলিপ মল্লিক জানান, আমি প্রথমত কয়েকজনকে নিয়ে পরচুল ’হেয়ার ক্যাপ’ তৈরির কাজ করতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক মেয়েরা কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এখন আমার কারখানায় বর্তমানে ৭০ জন নারীরা কাজ করে।আর এই কাজের মাধ্যেমে অনেক হতদরিদ্র পরিবারের মেয়েরা তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করছে। তিনি আরো জানান, ঢাকার উত্তরার কিছু প্রতিষ্ঠান চুল দিয়ে যায় এ ক্যাপ তৈরি করার জন্য। আবার তাদের কাছেই এ ক্যাপ গুলো বিক্রি করা হয়। পরে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এগুলো রপ্তানি করেন। সোনাপুর গ্রামের হেয়ার ক্যাপ কারখানার মালিক সোহরাব হোসেন জানান, ২ মাস আগে প্রথমে নিজের সংসারের কথা চিন্তা করে হেয়ার ক্যাপ বা পরচুল তৈরির কাজ নিয়ে আসলেও বর্তমানে গ্রামের অনেক শিক্ষিত ও বেকার নারী আগ্রহী হয়ে উঠেছে পরচুল তৈরির কাজ করতে। আমার কারখানায় ৪০ থেকে ৫০ জন মেয়ে কাজ করতো। তবে করোনার কারনে আগের থেকে কাজ কমে গেছে। বর্তমানে কয়েকজন মেয়ে নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরচুল তৈরির কাজ চালয়ে যাচ্ছি। এ কাজের জন্য সরকারি কোনো সহযোগিতা পেলে আরো বড় করা সম্ভব হতো। এতে গ্রামের আরো অনেক হত দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতো। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন জানান, এই ধরনের শিল্প কারখানার মাধ্যেমে গ্রামীন অর্থনৈতিক অবকাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে। প্রতিটি গ্রামে যদি এরকম ছোট ছোট শিল্প গড়ে ওঠে তাহলে গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের আর্থিক

উন্নয়ন ঘটবে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান, মুজিবনগর উপজেলা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য রোল মডেল। এখানে, অনুকূল পরিবেশের কারণে দরীদ্র ও বেকার যুবক-যুবতীরা এ ধরণের কাজে নিয়োজিত হয়ে আয় করছে যা জেনে ভালো লাগছে। একই সঙ্গে উদ্যোক্তা হিসেবে অনেকের এ পেশায় বিকাশ ঘটছে। উভয়েই সাবলম্বী হচ্ছে। তাঁরা নিজের ও দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।